এবার বাকৃবির প্রশাসনিক ভবনে শিক্ষার্থীদের তালা

বাকৃবি প্রতিনিধি

বিএসসি ইন ভেটেরিনারি সায়েন্স ও অ্যানিম্যাল হাসবেন্ড্রি- এই দুই স্বতন্ত্র ডিগ্রিকে একীভূত করে কম্বাইন্ড ডিগ্রি দেওয়ার দাবিতে এবার বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) প্রশাসনিক ভবনে তালা দিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়টির পশুপালন অনুষদের শিক্ষার্থীরা।

কম্বাইন্ড ডিগ্রির দাবিতে টানা সাতদিন ধরে ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন করে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন বাকৃবির পশুপালন অনুষদের শিক্ষার্থীরা। এবার তাদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে আনুষ্ঠানিকভাবে আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন ভেটেরিনারি অনুষদের শিক্ষার্থীরাও।

আজ বুধবার (৬ আগস্ট) বিকেল পৌনে ৬টার দিকে প্রশাসনিক ভবনে তালা লাগান শিক্ষার্থীরা।

এতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ কে ফজলুল হক ভূঁইয়া ভবনের ভেতর অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন।

এর আগে বুধবার দুপুর সাড়ে ৩টায় পশুপালন অনুষদের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করেন শিক্ষার্থীরা। মিছিলটি ক্যাম্পাসের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে প্রশাসনিক ভবনের সামনে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে শিক্ষার্থীরা অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন।

এ সময় তারা স্লোগান দেন ‘আমার সোনার বাংলায় বৈষম্যের ঠাঁই নাই’, ‘দাবি একটাই, কম্বাইন্ড ডিগ্রি চাই’, ‘এক পেশা, এক ডিগ্রি, এক দাবি’, কম্বাইন্ড, কম্বাইন্ড।

পরে পশুপালন অনুষদের ৫০১ জন শিক্ষার্থী কম্বাইন্ড ডিগ্রির পক্ষে স্বাক্ষরসংবলিত একটি তালিকা উপাচার্যের কাছে জমা দেন। একই দাবিতে পৃথকভাবে মিছিল করেন ভেটেরিনারি অনুষদের শিক্ষার্থীরাও। এরপর দুই অনুষদের শিক্ষার্থীরা প্রশাসনিক ভবনের সামনে একত্রিত হয়ে একযোগে স্লোগান দিতে থাকেন।

একপর্যায়ে ভেটেরিনারি অনুষদের পক্ষ থেকে অনুষদের ডিন বরাবর লিখিত স্মারকলিপিও দেওয়া হয়।

আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা জানান, বিকেল ৪টায় তাদের ১৩ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ কে ফজলুল হক ভূঁইয়ার সঙ্গে আলোচনায় বসেন। এ সময় উপাচার্য বলেন, ‘আমি এককভাবে সম্মিলিত ডিগ্রি চালুর সিদ্ধান্ত নিতে পারি

না। এ বিষয়ে একাডেমিক কাউন্সিলসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে নিরপেক্ষভাবে বিবেচনা করে সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

’

তবে আলোচনায় আশানুরূপ অগ্রগতি না থাকায় বিকেল ৫টা ৪৫ মিনিটে শিক্ষার্থীরা প্রশাসনিক ভবনে তালা দেন। এ সময় উপাচার্যের কার্যালয়ে শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে একটি বৈঠক চলছিল। পরে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে শিক্ষার্থীরা তালা খুলে দেন।

আন্দোলনকারী তৃতীয় বর্ষের এক শিক্ষার্থী নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, ‘আমাদের এই যৌক্তিক আন্দোলনের সঙ্গে ভেটেরিনারি অনুষদের শিক্ষার্থীরাও যুক্ত হয়েছেন। আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা এবং পেশাগত মর্যাদার স্বার্থেই আমরা এক হয়েছি। শিক্ষকরা আমাদের দাবি শুনেছেন, আগামীকাল আলোচনা হবে সেখানে আশানুরূপ সিদ্ধান্ত না এলে আন্দোলন আরো বেগবান হবে।’

এ ব্যাপারে বাকৃবি শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. আসাদুজ্জামান সরকার বলেন, ‘পশুপালন অনুষদের শিক্ষার্থীদের কম্বাইন্ড ডিগ্রির দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আগামীকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১১টায় ফ্যাকাল্টি মিটিং অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা আলোচনায় বসবেন এবং দাবিগুলো

উপস্থাপন করা হবে। সবদিক বিবেচনায় রেখে একটি যৌক্তিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হবে।’